বিষয়ঃ ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবার ডাটাবেজ (২০১৭-১৮ অর্থবছর হতে ২০২১-২২ অর্থবছর পর্যন্ত)।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
ক্রমিক নং	ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবা/আইডিয়ার নাম	সেবা/ আইডিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	সেবা/ আইডিয়াটি কার্যকর আছে কি-না/ না থাকলে কারণ	সেবা গ্রহীতাগণ প্রত্যাশিত ফলাফল পাচ্ছে কি-না	সেবার লিংক	মন্তব্য
০১ উদ্ভাবনী ধারণা:	(ক) ২০১৭-১৮ অর্থবছর: ফুড গ্রেডেড প্যাকেটের মাধ্যমে ওএমএস এর আটা বিক্রয়	খাদ্য মন্ত্রণালয়ের উদ্ভাবন টিম কর্তৃক বাংলাদেশ সচিবালয়ে 'ফুড গ্রেডেড প্যাকেটের মাধ্যমে ওএমএস এর আটা বিক্রি' পাইলট প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। এ কার্যক্রমে ১ টি প্যাকেটে ২ কেজি আটা ৪৩.০০ টাকা দরে বিক্রি করা হয়। জনবান্ধব, পরিচ্ছন্ন, মানসম্মত, সঠিক ওজন এর নিশ্চয়তা দিয়ে ওএমএসের আটা সরবরাহ করা হচ্ছে বিধায় ইতোমধ্যে 'ফুড গ্রেডেড প্যাকেটের মাধ্যমে ওএমএস এর আটা বিক্রি জনপ্রিয়তা পেয়েছে।	হ্যাঁ	পাচ্ছে		ফুড গ্রেডেড প্যাকেটের মাধ্যমে ওএমএস এর আটা বিক্রয় আইডিয়াটি প্রথমে বাংলাদেশ সচিবালয়ে চালু করা হয় এবং বর্তমান এর কার্যক্রম চলমান রয়েছে। আজিমপুর ও মতিঝিল কলোনীতে রেপ্লিকেশন করা হয়েছে। এছাড়া ২০ টি ট্রাকে ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এলাকায় প্যাকেট আটা বিক্রি হচ্ছে।
	(খ) ২০১৯-২০ অর্থবছর: শ্রমঘন স্থানে ওএমএস এর চাল ও আটা বিক্রয়	খাদ্যশস্য বাজারমূল্য উর্ধ্বগতি রোধ এবং দরিদ্র ও নিম্ন আয়ভূক্ত মানুষের কষ্ট লাঘবের লক্ষ্যে 'শ্রমঘন স্থানে ওএমএস চাল/আটা বিক্রি' আইডিয়াটি গ্রহণ করা হয়। প্রথমে ঢাকা শহরের গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি এলাকায় কর্মরত দরিদ্র শ্রমিকদের মাঝে চাল/আটা বিক্রি করা হয়। শ্রমিকরা নিজেদের কর্মস্থল থেকেই ওএমএস এর চাল ও আটা ক্রয় করতে পারায় তাদের সময় সাশ্রয় হচ্ছে এবং এ কর্মসূচিটি শ্রমিকদের নিকট খুবই জনপ্রিয়।	হ্যাঁ	পাচ্ছে		শ্রমঘন স্থান হিসেবে ঢাকার ৪ টি গার্মেন্টস এ পাইলটিং কার্যক্রম শুরু হয় এবং পরবর্তীতে সাভারে ১টি ও গাজীপুরে ১টি গার্মেন্টস এ রেপ্লিকেশন করা হয়েছে। এছাড়া এ অর্থবছরে গাজীপুর ও সাভারে আরো ১০ টি প্রতিষ্ঠানে ওএমএস এর চাল ও আটা বিক্রয় কেন্দ্র

(ড. নাজমা মমতাজ)
অতিরিক্ত সচিব
খাদ্য মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

						স্থাপন করার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। কেন্দ্রসমূহ হলোঃ (১) লিবাস টেক্সটাইলস লিমিটেড, গাজীপুর (২) স্ট্যান্ডার্ড স্টিচেস লিঃ (ওভেন ইউনিট), গাজীপুর (৩) সামস স্টাইলিং ওয়্যারস লিঃ, সাভার (৪) দি সিভিল ইঞ্জিনিয়ারস লিঃ (সোয়েটার ইউনিট), গাজীপুর (৫) কাজিপুর ফ্যাশন লিঃ, সাভার (৬) ট্রান্সওয়ার্ড সোয়েটার্স লিঃ, গাজীপুর (৭) ইউর ফ্যাশন সোয়েটার লিঃ, গাজীপুর (৮) কনকর্ড নিটিং এন্ড ডাইং ইন্ডঃ লি, গাজীপুর (৯) স্ট্যান্ডার্ড গ্রুপ লিঃ (ইউনিট-২), গাজীপুর (১০) দি সিভিল ইঞ্জিনিয়ার্স লিঃ (প্যাকেজিং ইউনিট), গাজীপুর।
	(গ) ২০২০-২১ অর্থবছর: ওএমএস দোকানে রেডিয়াম কালার সাইন বোর্ড ও লোগো স্থাপন	ওএমএস দোকানে সাইন বোর্ড না থাকায় নিম্নরূপ সমস্যাসমূহ ছিলঃ ১. দোকানে লালসালুতে লিখিত ছোট ব্যানার যা ভোক্তার দৃষ্টিগোচর নয়। যখন ইচ্ছা তখন ব্যানারটি দোকানে টাঙ্গানো হয় অথবা অনেকসময় টাঙ্গানো হয় না। ২. প্রচারের অভাবে ওএমএস দোকানে কম বিক্রি হয়। ৩. ওএমএস দোকানে স্থায়ী সাইনবোর্ড না থাকায় ভোক্তার দৃষ্টিগোচর হয় না। ৪. অনেক ডিলার ব্যানার লাগাতে অনীহা প্রকাশ করে। ওএমএস দোকানে সাইন বোর্ড থাকার ফলে নিম্নরূপ সুবিধা রয়েছেঃ	হ্যাঁ	পাচ্ছে	22/9/2022	দুটি দোকান পাইলটিং করা হয়েছে। যথাঃ (১) রফিকুল ইসলাম হাওলাদার, ৪৮ দিল মোহাম্মদ এভিনিউ, ঢাকা উদ্যান, ঢাকা এবং মোছাঃ মরিয়ম বেগম পল্ট নং -১৫, রোড নং -১, চাঁদ উদ্যান, মোহাম্মদপুর, ঢাকা। এছাড়া ঢাকা শহরের সকল ওএমএস দোকানে সাইন বোর্ড ও লোগো স্থাপন করা হয়েছে।

	১. ভোক্তা এখন সহজে ওএমএস দোকান চিহ্নিত করতে পারছে। ২. ভোক্তা সহজে নির্দিষ্ট এলাকায় অবস্থিত সকল ওএমএস দোকান সম্পর্কে জানতে পারছে। ৩. ভোক্তা ছাড়াও সরকারের এ কর্মসূচি সম্পর্কে সকল জনগণ জানতে পারছে। ৪. সরকারি খাদ্যশস্য সংগ্রহ কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা (Good Governance) বৃদ্ধি পেয়েছে।			
(ঘ) ২০২১-২২ অর্থবছর: শ্রম হ্যান্ডলিং ও ঠিকাদার নিয়োগ কার্যক্রম	শ্রম হ্যান্ডলিং ও ঠিকাদার নিয়োগ কার্যক্রমের পূর্বে নিম্নরূপ অসুবিধাসমূহ ছিলঃ ১. শ্রম ও হ্যান্ডলিং কাজ পাওয়ার জন্য দরদাতা কর্তৃক প্রাক্কলিত দরের অনেক কম/বাজার দরের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ দর দাখিল করে সর্বনিম্ন দরদাতা নির্বাচিত হয়ে ঠিকাদার হিসেবে নিয়োগ পেতেন। ২. ঠিকাদার কর্তৃক শ্রমিকদের নগদ টাকায় নামমাত্র মজুরি পরিশোধ করা। ৩. শ্রমিকগণ কর্তৃক গুদামে ধান-চাল বিক্রি/পরিবহন করতে আসা কৃষক, মিল মালিকও ঠিকাদারদের নিকট হতে মজুরি হিসেবে টাকা আদায় করা। ৪.গুদামে আগত সেবাগ্রহীতাদের হয়রানির শিকার হওয়া ও খাদ্য বিভাগের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হওয়া। ৫.নিয়মিত ঠিকাদার নিয়োগ না হওয়ায় মাস্টাররোল ভিত্তিতে শ্রম কার্যক্রম পরিচালিত হওয়া। শ্রম হ্যান্ডলিং ও ঠিকাদার নিয়োগ কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে সারাদেশে খাদ্য অধিদপ্তরের শ্রম	হ্যাঁ	পাচ্ছে	চালু আছে।

22/৯/2022
(ড. [illegible])
অতিরিক্ত সচিব
খাদ্য মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

		হ্যান্ডলিং ও ঠিকাদার নিয়োগ কার্যক্রম এর জটিলতা নিরসন হয়েছে।				
২. **সেবা সহজিকৃত**	(ক) ২০১৯-২০ অর্থবছর: ময়দাকল তালিকাভুক্তি অনুমোদন সহজিকরণ	ময়দাকল তালিকাভুক্তি অনুমোদন সহজিকরণ আইডিয়াটির TCV (Time, Cost ও Visit) অনুসারে বিদ্যমান ও প্রস্তাবিত পদ্ধতির তুলনাঃ	হ্যাঁ	পাচ্ছে		চালু আছে।

বিষয়	বিদ্যমান পদ্ধতি	প্রস্তাবিত পদ্ধতি
সময় (দিন/ ঘন্টা	১৮০ দিন	৪৫ দিন
খরচ (নাগরিক ও অফিসের)	সরকারি ফি (ক্যাটাগরি অনুসারে বিধি মোতাবেক) ৫০০০ টাকা + ২০ টি ভিজিট ৫০০ টাকা/ হিসেবে ১০০০০ টাকা/ সেবা গ্রহীতার ব্যক্তিগত খরচ	সরকারি ফি (ক্যাটাগরি অনুসারে বিধি মোতাবেক) ৫০০০ টাকা + ৪ টি ভিজিট ২৫০ টাকা/ হিসেবে ১০০০ টাকা/ সেবা গ্রহীতার ব্যক্তিগত খরচ
যাতায়াত	২০ বার	৫ বার
ধাপ	৭	৫
জনবল	৩০ জন	১০

22/2/2022
(ড. [illegible])
অতিরিক্ত সচিব
খাদ্য মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

<table>
<tr>
<td></td>
<td>
<table>
<tr><td>দাখিলীয় কার্যক্রম</td><td>৭</td><td>৭</td></tr>
</table>
</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(খ) ২০২০-২১ অর্থবছর: অডিট নিষ্পত্তি সহজিকরণ</td>
<td>অডিট নিষ্পত্তি সহজিকরণ আইডিয়াটির TCV (Time, Cost ও Visit) অনুসারে বিদ্যমান ও প্রস্তাবিত পদ্ধতির তুলনাঃ
<table>
<tr><td>বিষয়</td><td>বিদ্যমান পদ্ধতি</td><td>প্রস্তাবিত পদ্ধতি</td></tr>
<tr><td>ধাপ</td><td>৯ টি</td><td>৯টি</td></tr>
<tr><td>সময়</td><td>৬/৭ বছর</td><td>৯.৫ মাস</td></tr>
<tr><td>জনবল</td><td>৩৫ জন</td><td>৩৫ জন</td></tr>
<tr><td>যাতায়াত</td><td>১১০/১১০ বার</td><td>১০ বার</td></tr>
<tr><td>ব্যয়</td><td>সকল ব্যয় (অফিস + ভুক্তভোগী
৫০ হাজার থেকে ১ লক্ষ টাকা)</td><td>১০ হাজার টাকা</td></tr>
</table>
</td>
<td>হ্যাঁ</td>
<td>পাচ্ছে</td>
<td>চালু আছে।</td>
</tr>
<tr>
<td>(গ) ২০২১-২২ অর্থবছর: সরকারি গুদাম হতে ডিলার কর্তৃক চাল ও আটা উত্তোলন সহজিকরণ</td>
<td>সরকারি গুদাম হতে ডিলার কর্তৃক চাল ও আটা উত্তোলন আইডিয়াটি গ্রহণের পূর্বে অসুবিধাসমূহ ছিল নিম্নরূপঃ

১. স্বশরীরে একাধিকবার বিভিন্ন দপ্তরে যেতে হয়। এতে সময় ও অর্থ ব্যয় বেশি হয়।

৩. ব্যাংকে গিয়ে লাইনে দাড়িয়ে ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে টাকা জমা দিতে অধিক সময় ও অর্থ ব্যয় হয়।</td>
<td></td>
<td>পাচ্ছে</td>
<td>চালু আছে

22/9/2022
(ড. [illegible])
অতিরিক্ত সচিব
খাদ্য মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা</td>
</tr>
</table>

		৪. সরকারি গুদাম হতে ডিলার কর্তৃক চাল/আটা উত্তোলনে অধিক সময়ক্ষেপন হয় বলে নির্ধারিত সময়ে বিক্রয় কার্যক্রমে বিঘ্ন ঘটে। সরকারি গুদাম হতে ডিলার কর্তৃক চাল ও আটা উত্তোলন আইডিয়াটি গ্রহণের পরে সুবিধাসমূহ নিম্নরূপঃ ১. স্বশরীরে একাধিকবার বিভিন্ন দপ্তরে যেতে হবে না। ২. অনলাইন ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে চাল ও আটার মূল্য পরিশোধিত হবে বিধায় স্বশরীরে ব্যাংকে যাওয়ার প্রয়োজন হবে না। ৩. এতে সময় ও অর্থের সাশ্রয় হবে। ৪. সরকারি গুদাম ব্যবস্থাপনায় অনলাইন কার্যক্রম চালু হলে ডিলার কর্তৃক চাল/আটা উত্তোলনে অধিক সময়ক্ষেপন হবে না।				
০৩. **সেবা ডিজিটাইজকৃত**	(ক) ২০১৯-২০ অর্থবছর: এসিআর ডিজিটাইজেশন	এসিআর ডিজিটাইজেশন আইডিয়াটি গ্রহণের পূর্বে নিম্নরূপ অসুবিধাসমূহ ছিলঃ সমস্যাঃ ১. যথাসময়ে এসিআর অনুস্বাক্ষর বা প্রতিস্বাক্ষর না হওয়া ২. এসিআর এর অবস্থান সম্পর্কে অনুবেদনাধীন কর্মকর্তার অজ্ঞতা ৩. এসিআর যেকোন পর্যায়ে নষ্ট বা হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা ৪. সংরক্ষণকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এসিআর গ্রহণের বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের নিকট তথ্যের অভাব। ৫. এসিআর সংশ্লিষ্ট তথ্যের অভাবে অনুবেদনাধীন কর্মকর্তার পদোন্নতি বা আর্থিক সুবিধা প্রাপ্তিতে বঞ্চনা।	হ্যাঁ	পাচ্ছে	http://acr.mofood.gov.bd/	চালু আছে। 22/9/2022 (ড. [illegible]) অতিরিক্ত সচিব খাদ্য মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

		এসিআর ডিজিটাইজেশন আইডিয়াটি বাস্তবায়িত হলে নিম্নরূপ সুবিধা হবেঃ ১। এসিআর যেকোন পর্যায়ে নষ্ট বা হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা নেই। ২। সময় লাগবে মাত্র ২১ দিন। ৩। সেবাগ্রহীতার প্রত্যাশিত বেনিফিট ২/৩ মাসের মধ্যেই পাবে। ১ বার/না ও যাতায়াত লাগতে পারে। ৪. সেবা গ্রহীতার মানসিক স্বস্তি, পদোন্নতি ও অন্যান্য আইর্থক সুবিধা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে নিশ্চয়তা। তার সংস্থাপন বিষয়াদির দ্রুত ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা।				
	(খ) ২০২০-২১ অর্থবছর: পরিদর্শন প্রতিবেদন ব্যবস্থাপনা	পরিদর্শন প্রতিবেদন ব্যবস্থাপনা আইডিয়াটি গ্রহণের পূর্বে নিম্নরূপ অসুবিধাসমূহ ছিলঃ ১. যথাসময়ে পরিদর্শন প্রতিবেদন জমা না দেয়া ২. পরিদর্শন প্রতিবেদনের নির্দিষ্ট কোন ফরমেট না থাকায় ৩. পরিদর্শন প্রতিবেদনে প্রাপ্ত সুপারিশ বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণে দেরি হওয়া ৪. পরিদর্শন প্রতিবেদনে প্রাপ্ত সুপারিশ বাস্তবায়নের অগ্রগতি না জানা ৫. বাস্তবায়ন অগ্রগতির হার না জানা। পরিদর্শন প্রতিবেদন ব্যবস্থাপনা আইডিয়াটি বাস্তবায়নের ফলে নিম্নরূপ সুবিধাসমূহ হয়েছেঃ ১. আইডিয়াটি বাস্তবায়নের আগে ৩/৪ মাস সময় লাগত আর বাস্তবায়নের ফলে মাত্র ৩ দিন সময় লাগে। ২. পরিদর্শন প্রতিবেদনের নির্দিষ্ট ফরম থাকায় প্রতিবেদন উপস্থাপন করা সহজ হয়েছে।	হ্যাঁ	পাচ্ছে	http://irm.mofood.gov.bd/login/	চালু আছে।
	(গ) ২০২১-২২ অর্থবছর অডিট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সফটওয়ার	অডিট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম আইডিয়াটির TCV (Time, Cost ও Visit) অনুসারে বিদ্যমান ও প্রস্তাবিত পদ্ধতির তুলনাঃ বিষয় | বিদ্যমান পদ্ধতি | প্রস্তাবিত পদ্ধতি	হ্যাঁ	পাচ্ছে	http://audit.mofood.gov.bd/admin/login	চালু আছে।

(ড. ...)
অতিরিক্ত সচিব
খাদ্য মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

ধাপ	৯ টি	৯টি
সময়	৯.৫ মাস	১ মাস
জনবল	৩৫ জন	৩৫ জন
যাতায়াত	১১০/১১০ বার	০০ বার
ব্যয়	সকল ব্যয় (অফিস + ভুক্তভোগী ৫০ হাজার থেকে ১ লক্ষ টাকা	০১ হাজার টাকা

বন্ধকৃত উদ্ভাবনী ধারণা:	(ক) ২০১৭-১৮ অর্থবছর: চাল/আটা বিক্রির স্বচ্ছতা আনার জন্য ওএমএস ট্রাকিং এ্যাপ চালু	চাল/আটা বিক্রির স্বচ্ছতা আনার জন্য ওএমএস ট্রাকিং এ্যাপ চালুর সমস্যাঃ (১) গোডাউন থেকে বের হয়ে ওএমএস ট্রাক অনেক সময় নির্দিষ্ট বিক্রয় স্পটে অবস্থান করে না। (২) নির্দিষ্ট বিক্রয় স্পটে ওএমএস ট্রাক অবস্থান না করায় ভোক্তাগণ সুলভ মূল্যে চাল/ আটা ক্রয় করতে পারে না। (৩) ডিলাররা অনিয়ম করার সুযোগ পায়। চাল/আটা বিক্রির স্বচ্ছতা আনার জন্য ওএমএস ট্রাকিং এ্যাপ চালুর প্রস্তাবিত সমাধানঃ (১) ওএমএস ট্রাকিং সিস্টেম এ্যাপ চালু (২) ডিলার কর্তৃক নির্দিষ্ট বিক্রয় স্পটে এসে এ্যাপ এ লগ ইন। (৩) ডিলার কর্তৃক এ্যাপস এ লগ ইন এর পর মোবাইল স্পটের ছবি তুলে এ্যাপ এর মাধ্যমে প্রেরণ।	বর্তমানে ওএমএস ট্যাকিং এ্যাপটি বন্ধ আছে।		চালু নেই

(ড. [illegible])
অতিরিক্ত সচিব
খাদ্য মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

		(৪) মনিটরিং কর্মকর্তা কর্তৃক এ্যাপ মনিটরিং এর মাধ্যমে ডিলারকে নির্দিষ্ট সময় ধরে বিক্রয়ে বাধ্য করা। (৫) ওএমএস এর আটা বিক্রির ট্রাকের অবস্থান মনিটরিং করা (৬) আটা বাহিরে বিক্রির সুযোগ বন্ধ করা।			
	(খ) ২০১৮-১৯ অর্থবছর: এসএমএসের মাধ্যমে খাদ্য বান্ধব কর্মসূচির আওতায় চাল প্রদান	এসএমএস এর মাধ্যমে খাদ্য বান্ধব কর্মসূচির আওতায় চাল প্রদানের সমস্যা হলো (ক) একই দিনে ভোক্তাধিক্যের ফলে ডিলার কর্তৃক চাল সরবরাহে বিলম্ব এবং দীর্ঘক্ষণ লাইনে দাড়িয়ে থাকতে হয়। (খ) উপকারভোগীদের মূল্যবান সময় অপচয় হওয়া (গ) একাধিকবার যাতায়াত সংঘটিত হওয়া। (ঘ) ভোক্তাদের আর্থিক অপচয় হওয়া।	কার্ড চালু হওয়ার কারণে আইডিয়াটি বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তা নেই।		চালু নেই।

২২/২/২২

২২/২/২০২২
(ড. সালমা মমতাজ)
অতিরিক্ত সচিব
খাদ্য মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।